ন্যায় কি প্রলাপ বাক্য কহিল। মন্ত্রী উত্তর করিলেন হে মহারাজ ইনি মহাকবি মহারাজের যশোবর্ণনা করিতেছেন অতএব ইহার কিছু পূজা করা উপযুক্ত হয়। তাহা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন কি কারণ ইহার পূজা উপযুক্ত হয় এ লোকের কবিতাতে কি আমার সৈন্যের অথবা ধনের কিছু বৃদ্ধি হইবে। মন্ত্রী উত্তর করিলেন হে মহারাজ সৈন্যের ও ধনের প্রধান ফল যশ কবির কাব্যেতে সেই যশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকে তাহা কহিতেছি কল্পারম্ভের প্রথম সময়াবধি যেং রাজা গত হইয়াছেন তাঁহারা ধন [illegible] কবিরদিগের পূজা করিয়াছিলেন তন্নিমিত্তে কবিরাও সেই কালে সেই সকল নরপতিরদিগের যশোবর্ণনা সর্ব্বত্র করিয়াছেন এখনকার পণ্ডিতেরাও সেই যশোবর্ণনার শ্লোক পাঠ করিতেছেন তাহাতে সেই সকল রাজারদিগের যশ অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা জন্মিয়া কে না মরিয়াছে কিন্তু তাহারা আপনার ঘরের বাহিরে পরিচিত হয় নাহি আর যেমত উত্তম পাত্রে স্বর্ণ থাকে এবং মৃত্তিকাতেই বৃক্ষ থাকে সেই প্রকার কবির বাক্যেতেই রাজারদিগের যশ থাকে [illegible]বিষয়ে

আপনি এই কবিরাজের পূজা করুন। রাজা উত্তর করিলেন যে যশোবর্ণনাতে ধনব্যয় হয় সেই যশোবর্ণনাতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই পরে কহিলেন ওরে আমার নিকটস্থ লোকেরা তোরা কি দেখিতেছিস্ এই দুরাত্মা পরচিত্তাপহারক এ আমার ধন লইতে ইচ্ছা করিতেছে এই বঞ্চককে তোরা কি নিবারণ করিতে পারিস্ না। তদনন্তর বেত্রধারি পুরুষেরা রাজার আজ্ঞা পাইয়া ঐ কবিরাজের গলেতে হাত দিয়া দ্বারের বাহিরে আনিল। কবিরাজ সেই অপমানেতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই আমি ভ্রান্তিক্রমে যে গুরুশুশ্রূষা করিয়াছি এবং নিদ্রাদিজন্য সুখ ত্যাগ করিয়া ব্যাকরণ এবং কাব্য ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি সে সকল বৃথা হইয়াছে এখন এই বোধ হইতেছে যে লক্ষ্মী নীচপ্রিয়া তাহাতেই এই মূর্খ রাজা হইয়াছে হা ইহার প্রশংসনা করিয়া আমার এই দুর্গতি হইল অতএব হে বাগ্দেবি তুমি আমার নিকটহইতে দূরে যাও ইহা কহিয়া কবিতা সন্ন্যাস করিলেন অর্থাৎ কবিতা ব্যবসায় করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন সেই সময়ে মন্ত্রী বাহিরে আসিয়া ঐ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া

কহিলেন হে কবিরাজ তুমি কি করিলা অজ্ঞানের ন্যায় ক্রোধ করিয়া আপনার হানি করিলা শুন নানা রসেতে এবং অলঙ্কারেতে যুক্তা ও উত্তম পদেতে রচিতা যে কবিতা তিনি পণ্ডিতেরদিগের সুখের কারণ হন এবং বিদেশে নানা উপকার করেন এমত যে কবিতা তাহা তুমি অন্য নির্গুণ লোকের দোষেতে কেন ত্যাগ করিলা পণ্ডিতের অন্তঃকরণ কখনও কোপের আকর হয় না অর্থাৎ পণ্ডিতের অন্তঃকরণে কখনও কোপ জন্মে না অপর যেমত সতী স্ত্রী বেশ্যার সম্পত্তি দেখিয়া আপনার কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কখনও বেশ্যার ধর্ম্ম আ[illegible] না সেই প্রকার গুণবান লোকেরা মূর্খকে ধনবান কিম্বা রাজা দেখিয়া আপনার বিদ্যার অনুশীলন ত্যাগ করিয়া মূর্খের ন্যায় কার্য্য করেন না। কবিরাজ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রি রাজ আমি এই রাজার মুখে নিন্দা শুনিয়া এবং রাজা কর্ত্তৃক অতিশয় তিরস্কৃত হইয়া অত্যন্ত দুঃখেতে কবিতা ত্যাগ করিলাম। মন্ত্রী উত্তর করিলেন এই নিন্দাতে তোমার কি হানি যে কোন লোক আপনার অজ্ঞানতা যুক্ত সাধু লোকের নিন্দা করে সে নিন্দা ঐ নিন্দকের হয় তাহাতে সাধু লোক নিন্দিত হন না। [illegible]

ঐ কবিরাজকে অনেক স্বর্ণ দিয়া নিজগৃহে বিদায় করিলেন। কবিরাজ ঐ ধন পাইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে কবিতা চর্চ্চা ত্যাগ করিলেন তাহাতে ঐ পণ্ডিতের বিদ্যা অবসন্না হইল। ইতি অবসন্নবিদ্যাকথা সমাপ্তা।—

অথ অবিদ্যকথা।—

যে মনুষ্য বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করে সেই ব্যক্তি সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া কালক্ষেপণ করে এবং সে যদি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর পতি হয় তথাপি সকল লোক তাহাকে মূর্খ বলে। এবং মূর্খের সম্পত্তি দেখিয়া কোন পুরুষ বিদ্যাতে ঔদাসীন হয় নানা রত্নযুক্ত যে মূর্খ সে কখনও যশস্বী হয় না। তাহার উদাহরণ এই।—

তীরভুক্তি নামে এক রাজধানী তাহার নিকটে কোন গ্রামে রবিধর নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করেন তিনি অতিশয় ধনবান ছিলেন কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া সকল লোক তাঁহাকে উপহাস করে। তাহাতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এক সময়ে চিন্তা করিলেন যে মনুষ্যেরা কহে বিদ্যা মূর্খের ভূষণ কিন্তু আমি বুঝি যে শুদ্ধ

বাক্যই মুখের ভূষণ। মূর্খ লোক অশুদ্ধ কথা কহে আর তাহার দোষখণ্ডন করিতে পারে না তাহাতেই সকল লোক মূর্খকে উপহাস করে অপর যে লোক বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করে এবং যৌবনাবস্থায় যশঃ সঞ্চয় না করে মাতার ক্লেশকারী সেই পুত্র জন্মিয়া এবং পৃথিবীতে থাকিয়া কি কার্য্য করে কিন্তু আমি বৃদ্ধ আমার বিদ্যাভ্যাসের কাল নাই। যে কর্ম্মের যে সময় যদি সেই কালে ঐ কর্ম্ম না করে তবে সে কর্ম্ম কখনও সিদ্ধ হয় না কেবল আয়োজনকর্ত্তা শোক পায় অতএব আমার পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাই। ব্রাহ্মণ এই বিবেচনা করিয়া বিনব্যয় করিয়া পণ্ডিতের নিকটে মলবির নামে পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন। পশ্চাৎ মল বীরের সহাধ্যায়ি বালকেরা মলবীরকে অব্যুৎপন্ন কহে। মলবীর এই দুঃখেতে আর পিতা আমার নাম মলবীর রাখিয়াছেন ইহাতেই পিতার অপাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে এই খেদেতে সকল দুঃখ নিবারণের নিমিত্তে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সকল শাস্ত্রের পারগ হইলেন। অনন্তর ঐ রবিবির ব্রাহ্মণ পুত্রের গুণেতে আপনি গর্ব্বিত হইয়া মলবীর নামা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া

রাজার নিকটে গেলেন। রাজা রবিধীরকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন সমাচার কহ। রবিধীর ব্রাহ্মণ রাজার মিষ্ট বাক্য শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশের নিমিত্তে সংস্কৃত বাক্যেতে কহিলেন যে আমার জ্ঞান নাই এই অর্থে মম জ্ঞানং নাস্তি এই সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে তাহা কহিতে না পারিয়া জ্ঞানো নাস্তি মেব এই অশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্য কহিল। তাহা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন সভ্যেরা অধোবদন হইলেন খল লোকেরা হাস্য করিতে লাগিল। সেই সময় মলধর লজ্জিত হইয়া উপহাসকেরদিগকে কহিলেন হে অজ্ঞান সকল তোমরা কেন আমার পিতাকে উপহাস করিতেছ আমার পিতা যে বাক্য কহিয়াছেন তাহার অর্থ তোমরা বুঝিতে পার নাই জ্ঞানো নাস্তি মেব এই বাক্যের অর্থ শুন জ্ঞাশব্দের অর্থ জ্ঞান নোশব্দের অর্থ আমারদিগের নাস্তিশব্দের অর্থ নাই মাশব্দের অর্থ লক্ষ্মী ইবশব্দের অর্থ সদৃশ ইহাতে সমুদায়ের অর্থ এই আমারদিগের জ্ঞান নাই লক্ষ্মীর ন্যায় অর্থাৎ আমারদিগের যেমত লক্ষ্মী নাই সেই মত জ্ঞানও নাই অতএব আমার পিতা আপনারদিগের নির্ধনত

প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থ শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা চমৎকৃত হইলেন রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মলবীরকে অনেক ধন দিলেন এবং কহিলেন সাধু মলবীর সাধু তুমি অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধ অর্থ করিলা। কিন্তু এই প্রকার অর্থ করাতে মলবীরের পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইল এবং তাঁহার পিতার অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ হইল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে পুত্র মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইলেও পিতার অযশ দূর হয় না অতএব মনুষ্য নিজ গুণেতেই সর্ব্বত্র যশস্বী হন। ইতি অবিদ্যকথা সমাপ্তা।—

অথ খণ্ডিতবিদ্যকথা।—

যে লোক কোন বিদ্যার এক দেশ জানিয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ জানিয়া সেই বিষয়ে আপনার সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা সভার মধ্যে সেই লোককে উপহাস করেন তন্নিমিত্তে সকল লোক তাঁহাকে খণ্ডিতবিদ্য কহেন। তাহার উপাখ্যান এই।—

গোরক্ষপুর রাজধানীতে উদয়সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন তিনি শরৎকালে জগদীশ্বরীর পূজারম্ভ করিয়া চণ্ডীপাঠের নিমিত্তে অনেক ব্রাহ্মণকে বরণ করিলেন

সেই সময় ওত্তম পরিচ্ছদ ও তিলকধারী এবং মহাদাম্ভিক ও পরমসুন্দর দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি শুক পক্ষির ন্যায় কথকগুলি অভ্যস্ত শ্লোক ওচ্চারণ করিতেছেন অর্থাৎ শুক পক্ষি যেমত অভ্যস্ত শব্দ ওচ্চারণ করে তাহার অর্থ জানে না ব্রাহ্মণও সেই রূপ শ্লোকোচ্চারণ করিতে ছেন তাহার অর্থ জানেন না রাজা তাহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠের নিমিত্তে বরণ করিলেন। দেব শর্ম্মা সঙ্কল্প করিয়া বর্ণপাত ও স্বরবর্ণ বিপর্য্যয় করিয়া চণ্ডী পাঠ করিয়া আপনার অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্তে এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই হে মাতঃ এই পাঠেতে যেং অক্ষর পতিত হইয়াছে এবং মাত্রাহীন হইয়াছে তন্নিমিত্তে আমার যে অপরাধ হইয়া থাকে তাহা ক্ষমা করিতে তুমি যোগ্যা হও এই শ্লোকের শেষ ক্ষমা করিতে যোগ্যা হও এই অর্থে ক্ষন্তু মর্হসি এই সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে ব্রাহ্মণ তাহা না কহিয়া ক্ষন্তু মর্হস এই বাক্য কহিলেন। সেই সময় শুভঙ্কর নামা রাজ পুরোহিত কহিলেন হে দেবশর্ম্মা তুমি অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ করিয়া সেই অশুদ্ধ সমাধানে আপনার অপরাধ মার্জ্জনার

নিমিত্তে পূর্ব্বরীর অশুদ্ধ কবিতা পাঠ করিলা এ তোমার বড় মূর্খতা। সকল ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া দেবশর্ম্মাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারিবে তবে কেন ইহাতে প্রবৃত্ত হইল অতএব এই ব্রাহ্মণ অতি মূর্খ ও নিতান্ত অধার্ম্মিক প্রবীন লোকেরা কহিয়াছেন যে লোক অপঠিত শাস্ত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে সে সভা মধ্যে নিন্দিত হয় এবং খণ্ডিতবিদ্য নামে খ্যাত হয় আর ঐ নিন্দা সেই খণ্ডিতবিদ্য লোকের মৃত্যু হইতে অধিক দুঃখ দায়িনী হয়। ইতি খণ্ডিতবিদ্যকথা সমাপ্তা।—

অথ হাস্যবিদ্যকথা।—

যে লোক অঙ্গের ও বাক্যের বিকৃতিদ্বারা ধনিরদিগকে হাস্যযুক্ত করে সেই পুরুষ সর্ব্বত্র হাস্যবিদ্য রূপে খ্যাত হয়। তাহার উদাহরন এই।—

কাঞ্চীপুরীতে সুপ্রতাপ নামে এক রাজা থাকেন। সেই নগরীতে চারি চোর কোন ধনবানের ঘরে সিঁধ দিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া যখন ঘরের বাহিরে আইসে তখন নগর রক্ষকেরা সিঁধের দ্বারে ঐ সকল দ্রব্যের সহিত

…র সকলকে ধরিয়া নরপতির নিকটে উপস্থিত করিল। রাজা তাহারদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারদ্বারা তাহারদিগকে চোর অবধারিত করিয়া ঘাতুক পুরুষেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে এই চোরগণকে শূলে দিয়া নষ্ট করহ। দণ্ড নীতি শাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন যে শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা ও দুষ্ট লোকের দমন করা রাজার ধর্ম্ম। অনন্তর নরপতির আজ্ঞানুসারে ঘাতুক পুরুষেরা ঐ চোরগণকে নগরের বাহিরে লইয়া তাহারদের তিন জনকে শূলে দিয়া নষ্ট করিল। সেই সময়ে চতুর্থ চোর চিন্তা করিল যে মরণ নিকটোপস্থিত হইলে আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য হয় কিন্তু লোকের মৃত্যু হইলে সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হয় অপর কোনহ লোক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া এবং রাজদণ্ডে ম্রিয়মাণ হইয়া যদি আত্ম রক্ষার উপায় করিতে পারে তবে সেই ম্রিয়মাণ লোক যমের দ্বারহইতে ফিরিয়া আইসে অতএব আত্ম রক্ষার কোন উপায় করি ইহা স্থির করিয়া কহিল ও ঘাতুক পুরুষ সকল তোমরা আমারদিগের তিন জনকে নষ্ট করিয়াছ কিন্তু আমাকে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পশ্চাৎ নষ্ট কর তাহার কারণ এই যে আমি এক উত্তম বিদ্যা জানি আমি পঞ্চত্ব পাইলে সেই

বিদ্যার প্রচার থাকিবে না অতএব আমি সেই বিদ্যা রাও, কে শিক্ষা করাইব তাহারপর তোমরা আমাকে নষ্ট করিও তথাপি পৃথিবীতে সেই বিদ্যা থাকিবে। ঘাতুকেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল ও চোর তুই অতি মূর্খ বধস্থানে আসিয়াও এখন বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছিস্ তুই নরাধম রাজা কেন তোর বিদ্যা গ্রহন করিবেন। চোর পুনশ্চ কহিল রে ঘাতুকেরা তোরা কি রাজার কার্য্য ক্ষতি করিবি যদি রাজা শুনেন তবে অবশ্য এই বিদ্যা গ্রহন করিবেন বরং রাজা তোরদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিবেন। ঘাতুকেরা চোরের কথাক্রমে রাজাকে ঐ বিদ্যার সম্বাদ কহিল। রাজা তাহা শুনিয়া কৌতুকার্থে সেই চোরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে চোর তুই কি বিদ্যা জানিস্। চোর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহা রাজ আমি সুবর্ণকৃষি বিদ্যা জানি। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এ বড় আশ্চর্য্য। চোর নিবেদন করিল হে রাজাধিরাজ এক সর্ষপ পরিমিত সুব র্ণের বীজ করিয়া নিয়ম মত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসেতে ঐ বীজ কন্দের ন্যায় অতি স্থূল হইবে তাহার বৃক্ষেতে এক পল পরিমিত স্বর্ণপুষ্প হইবে মহারাজ আপনি দেখি

নাই জানিতে পারিবেন। রাজা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন ও চোর ইহা সত্য। চোর গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল যে মহারাজের সম্মুখে কে মিথ্যা কহিতে পারে যদি আমার কথার কিছু অন্যথা হয় তবে এক মাসের পর আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন এবং যদি সত্য হয় তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। রাজা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে কহিলেন যে তাহা কর। অনন্তর চোর স্বর্ণকার দ্বারা সুবর্ণের সর্ষপ পরিমিত বীজ নির্ম্মাণ করিয়া রাজার অন্তঃপুর মধ্যে ক্রীড়াসরোবরের নিকটে ভূমি পরিষ্কার করিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ সকল প্রস্তুত হইয়াছে সম্প্রতি এই বীজ বপন কর্ত্তা কোন লোককে দিতে আজ্ঞা হউক। রাজা কহিলেন তুই বীজ বপন কর। চোর উত্তর করিল হে মহারাজ স্বর্ণ বীজ বুনিতে আমার অধিকার নাই যদি অধিকার থাকিত তবে এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখী হইতাম না যে লোক কখন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন তিনি এই বীজ বুনিতে পারেন অতএব মহারাজ এ বীজ বপন করুণ। রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন যে আমি সন্যাসিরদিগকে দিবার নিমিত্তে পিতার নিকট হইতে কিছু

ধীন লইয়া সন্যাসিগিগণকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম। কিছু আপনি লইয়াছিলাম এ কার্য্যও এক প্রকার চুরি হয় অতএব আমি বীজ বপন করিতে পারি না। চোর ঐ কথা শুনিয়া কহিল তবে মন্ত্রী বপন করুন। মন্ত্রী কহিলেন আমি রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছি কি প্রকারে কহিব যে আমি কখন চুরি করি নাই। পরে চোর কহিল তবে ধর্ম্মাধিকারী বীজ বপন করুন। পশ্চাৎ ধর্ম্মাধিকারী উত্তর করিলেন আমি বাল্যকালে মাতার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াছিলাম। চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হা যদি আপনারা সকলেই চুরি করিয়াছেন তবে কেবল আমার প্রাণ দণ্ড কেন হয়। সভাস্থ সকল লোক চোরের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ও চোর তোর প্রাণ দণ্ড হইবে না পরে মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন ও মন্ত্রিগণ এই চোর দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াও বুদ্ধিমান এবং হাস্য রসে প্রবীণ বটে অতএব আমার নিকটে থাকুক প্রসঙ্গ ক্রমে আমাকে সন্তুষ্ট করিবে। রাজার আজ্ঞাতে চোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নরপতির নিকটে থাকিল। সেই কালে সকল লোক বিবেচনা করিলেন যে সংসারের মধ্যে চোর

হইতে অধিক কেহ নাই সেই চোর হাস্যবিদ্যাতে আপনার মৃত্যু বারণ করিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইল অতএব হাস্য বিদ্যা অন্যং উপবিদ্যাহইতে উত্তমা। ইতি হাস্যবিদ্যকথা সমাপ্তা।

বীর অথচ বুদ্ধিহীন এবং বুদ্ধিমান অথচ বীর্য্যহীন এই দুই প্রকার পুরুষেরদিগের লক্ষণ সকল গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে কহিলাম না অন্য পণ্ডিতেরা গ্রন্থান্তরে কহিয়াছেন। বিদ্যা ও বুদ্ধি আর বীরত্ব প্রভৃতি উত্তম গুণ সকল সম্পূর্ণ রূপে এক ব্যক্তিতে থাকে না ঐ সমুদায় সামগ্রীর আধার ত্রৈলোক্যের মধ্যে তিন পুরুষ আছেন অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন পুরুষোত্তমেতে সর্ব্বদা সকল গুণ সম্পূর্ণ রূপে থাকে। কিন্তু ভূমণ্ডলের মধ্যে অন্যং লোকহইতে শিবসিংহ রাজাতে অনেক গুণ আছে এবং শিবসিংহ রাজা নারায়ণতুল্য ও শিবতুল্য রূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহার বিবরণ এই লক্ষ্মীশব্দের দুই অর্থ নারায়ণের স্ত্রী আর ধন নারায়ণ লক্ষ্মীপতি শিব সিংহ রাজা ধনস্বামী হইয়া লক্ষ্মীপতি এবং নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ শিবসিংহ রাজা কৃষ্ণবর্ণ এই সকল সমান গুণেতে শিবসিংহ রাজা নারায়ণ সদৃশ হইয়াছেন আর শিবসিংহ

রাজা শিবতুল্য রূপে খ্যাত হইয়াছেন তাহার বিবরণ মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ শিবসিংহ রাজা সকল শাস্ত্র ও সকল কার্য্য জানেন অতএব সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ধারণ করেন এই কারণ বিভূতি ভূষিতাঙ্গ শিবসিংহ রাজা সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করেন অতএব বিভূতি ভূষিতাঙ্গ আর মহাদেব বৃষের উপরে অবস্থিতি করেন ইহাতেই বৃষস্থিত শিবসিংহ রাজা নিরন্তর ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন অতএব বৃষস্থিত এই সকল তুল্য কারণেতে শিবসিংহ রাজা শিবতুল্য।—

ইতি সমস্ত গুণরূপে বিরাজমান এবং নারায়ণতুল্য শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থে সবিদ্যপুরুষ পরিচায়ক তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—

মহারাজ শ্রীযুক্তহড়কোল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি তোমার উপদেশেতে নানাপ্রকার পুরুষেরদিগকে জানিতে পারিলাম কিন্তু পুরুষত্বের কি ফল তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি উত্তর করিলেন আমি প্রথমে পুরুষ লক্ষণের মধ্যেই কহিয়াছি যিনি পুরুষার্থযুক্ত হন তিনি

পুরুষ অতএব সেই পুরুষার্থই পুরুষত্বের ফল জানিবা তাহার বিশেষ কহিতেছি ধর্ম্ম এবং অর্থ আর কাম ও মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ এই সকলের মধ্যে প্রথমত ধর্ম্মের বিবরণ কহিতেছি। বেদবাক্যানুসারিক দান এবং অধ্যয়ন ও যাগ প্রভৃতি যে২ কর্ম্ম মনুষ্যের অভীষ্টসাধক হয় সেই সকল কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম। কিন্তু কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন যে ঐ সকল কর্ম্মজন্য যে অপূর্ব্ব তাহার নাম ধর্ম্ম। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি সেই ধর্ম্মবিষয়ে আমার অনেক সন্দেহ জন্মিয়াছে অতএব তুমি আমার সেই সন্দেহ দূর করিয়া ধর্ম্মের বিবরণ কহ। মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি প্রকার সন্দেহ তাহা কহ। পরে রাজা কহিতেছেন চার্ব্বাক প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ পাষণ্ড আছে এবং নৈয়ায়িক আর ভট্ট ও প্রভাকর প্রভৃতি অনেক তীর্থবাসিরা আছেন ইঁহারা পরস্পর মত বিরোধী যে সিদ্ধান্ত তাহাই কহেন আর সর্ব্বদা স্বমত রক্ষা করেন সেই স্বমত রক্ষার নিমিত্তে নানাপ্রকার কথাও কহেন এই সকল নানাপ্রকার কথাতে ও ভিন্ন২ মতে ও ধর্ম্মবিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে অপর পাষণ্ড

সকল পরমত খণ্ডন করিয়া আপনং মত রক্ষা করে এবং তাহারা বেদবেত্তারদিগের মতের দ্বেষ করে আর বৈদিকেরা ও দর্শনবেত্তারা ঐ পাষণ্ডেরদিগের মত খণ্ডন করেন। অতএব এই সকল ভিন্নং মত প্রকাশক যে পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ তাহার কোলাহলেতে অত্যন্ত বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি ভ্রম হয় এই প্রযুক্ত তপস্যাদিতে শ্রদ্ধাও হয় না ॥ মুনি রাজার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে রাজন তুমি কেন এত সন্দেহ [illegible] করিতেছ বিধাতার ইচ্ছাতে তুমি যে বংশেতে জন্মি[illegible] তাহারদিগের যে পথ সেই পথেতে চল। দেখ এক যে বিধাতা তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সকলের মধ্যে প্রত্যেকের বিশেষং ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাতে তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ সেই বংশ পরম্পরোপদিষ্ট যে ধর্ম্ম নিরন্তর সেই ধর্ম্মাচরণ করহ তাহাতে তোমার ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে যদি তাহার অন্যথা করহ তবে তোমার অধর্ম্ম হইবে ইহাতে যদি ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা শুনিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে তবে আমার কথায় মনোযোগ কর। যে২ পথ আছে তাহার মধ্যে বেদমতাবলম্বি পুরুষেরদের যে পথ সেই অত্যুত্তম এবং তর্কানুশীলনেতে অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি যে

পণ্ডিত সকল তাঁহারাও সেই পথেতে গমন করিতেছেন অপর যাহাতে অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্রের মধ্যে অঙ্ক শাস্ত্রবেত্তারা জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহার ফল সাক্ষী চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহনাদি হইতেছে আর বশীকরন ও আকর্ষন প্রভৃতি ফল সাধক এবং সকল সন্দেহ নাশক তন্ত্রশাস্ত্র আছেন আর প্রত্যক্ষ ফলক বৈদ্যকশাস্ত্র আছেন এই সকল শাস্ত্রোক্ত অথচ বেদের অবিরোধী যে পথ সেই পথে গমন করিলেই ধর্ম্মসঞ্চয় হয় রাজা এই স দেশ পাইয়া মুনিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন মুনি তীর্থবাসিরাদিগের নানাপ্রকার মত আছে কেহ২ শিবের আরাধনা করেন কোন২ পুরুষেরা নারায়নের তপস্যা করেন কেহবা ব্রহ্মার তপস্যা করেন অতএব এই সকল দেবতার মধ্যে কোন দেবতাতে মনঃসংযোগ করিব এইরূপ মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। মুনি রাজার কথা শুনিয়া পুনশ্চ উত্তর করিলেন যে কোন২ পণ্ডিতেরা মহাদেবকে ঈশ্বর কহেন কোন২ পণ্ডিতেরা নারায়নকে ঈশ্বর কহেন এবং কেহ২ বা ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলেন সেই সকলের মত এক তাহার কারন এই তার্কিক পণ্ডিতেরা সারের এক ঈশ্বর আছেন দ্বিতীয় নাই

সেই যে ঈশ্বর তাঁহার কোনহ মূর্ত্তিতে মনঃসংযো করহ তবে তোমার ভার দূর হইবে। ঈশ্বরেতে মন সংযোগ হওনের কারন কেবল ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম যে প্রকার তাহা শুনহ উপবাস ও পূজা এবং ধ্যান আর যাগাদি রূপ যে ঈশ্বরের আরাধনা সেই ধর্ম্ম যে পুরুষ সেই সকল ধর্ম্মাচরন করেন তাঁহার নাম ধার্ম্মিক। সেই ধার্ম্মিক তিন প্রকার সাত্ত্বিক ও তামস আর অনুশয়ী ইহাঁরদিগের মধ্যেত সাত্ত্বিকের কথা প্রসঙ্গ করিতেছি।—

অথ সাত্ত্বিককথা।—

মিথিলানগরীতে বোধি নামা এক কায়স্থ তিনি নিরন্তর সদ্বংশজাত লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করত রাজকীয় ব্যাপার করিয়া নিজপরিবারবর্গ প্রতিপালন করেন কিন্তু কোন জীবের হিংসা করেন না এবং পরধন গ্রহণ ও পরস্ত্রী হরন করেন না কেবল প্রভুদত্ত ধনেতে আত্মীয়বর্গের প্রতিপালন ও পুন্যকর্ম্ম করিয়া কালযাপন করেন আর শূদ্রের কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর পূজা তাহা সর্ব্বদা করেন এবং আপনার উপার্জ্জন মত দান ও ব্রাহ্মনের সেবা করেন ঐ কায়স্থ এই রূপে কিছু কালযাপন করি

হতে নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তর শিবপূজাপরায়ণ হইয়া কালক্ষেপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চরমকাল নিকট হইলে সেই কায়স্থ পুরানের এক কবিতা শুবন করিলেন তাহার অর্থ এই গঙ্গাদেবী কহিয়াছেন যে পরহিংসা ও পর দ্রব্য গ্রহন আর পরদারসেবা এই সকল কার্য্যেতে পরাঙ্মুখ যে পুন্যবান পুরুষ তিনি কোন সময়ে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে পবিত্র করিবেন। ঐ কায়স্থ এই বাক্যেতে প্রত্যয় করিয়া বিবেচনা করিলেন যে আমি জন্মাবধি কাল পর্য্যন্ত কখন পরহিংসা করি নাহি এবং পর দ্রব্য হরন ও পরস্ত্রীগমন করি নাহি আর কাহার অনিষ্ট করি নাই বরং আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া মিত্রবর্গের হিত কার্য করিয়াছি আর একচিত্ত হইয়া সুকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া কালযাপন করিয়াছি। তবে সম্প্রতি গঙ্গাদেবীর বাক্যের পরীক্ষা কেন না করি এই পরামর্শ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার উদ্যোগ করিয়া গঙ্গাতীরের এক ক্রোশের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এবং সেই স্থানে অনুক্ষন থাকিয়া পুরানের সেই শ্লোকের দুই চরন আর স্বকৃত দুই চরন উভয় একত্র করিয়া কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই পরহিংসা ও পরদ্রব্য হরন ও ... যে এক ব্রাহ্ম এই সকল কর্ম্মেতে আমি

পরাঙ্মুখ হে দেবি সম্প্রতি তোমার নিকটে আসিয়া।
পবিত্র হও। গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া এবং কায়
স্থের ভক্তির দৃঢ়তানুভব করিয়া পরমাহ্লাদপূর্ব্বক কুলস্থ
তরঙ্গেতে তীর ভগ্ন করিয়া ঐ কায়স্থের নিকটে গিয়া এবং
কূর্ম্ম মীন মকর শিশুমারযুক্ত যে পুরাহ তাহার প্রবল জল
ধারাতে কায়স্থকে স্নান করাইলেন। সেই কায়স্থ বিধা
তার অবধারিত যে আয়ু পরমায়ু তাহা সম্পূর্ণ হওয়াতে
গঙ্গাজলে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সেই গঙ্গা
গৃহীতপাত্র এবং গঙ্গার মহিমা পরীক্ষক যে কায়
তাঁহাকে সাধুলোকেরা অদ্যাপি প্রশংসা করিতেছেন
অতএব কহি যে সকল লোকের শরীর নষ্ট হয় এবং ধন
নষ্ট হয় ও বন্ধুবর্গ নষ্ট হয় কিন্তু ওত্তমা খ্যাতি কখনও
নষ্টা হয় না। ইতি সাত্ত্বিককথা সমাপ্তা।—

অথ তামসকথা।—

যে পুরুষ বিষয় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সাহসপূর্ব্বক
ধর্ম্মাচরণ করেন এবং স্বাভাবিক তমোগুণযুক্ত হন তাঁহার
নাম তামস ধার্ম্মিক। তাহার বিবরণ এই।—

রাঢ়ানগরীতে শ্রীকণ্ঠ নরপতিগমন । তিনি সকল শাস্ত্র

ও নীতিজ্ঞ এবং কবি ছিলেন। এক সময়ে সেই ব্রাহ্মণ প্রথমকালাবধি শিক্ষিত বিদ্যার ফল লাভ ও প্রশংসা লাভের নিমিত্তে রাজারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এক কুম্ভীর ঐ গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের নিকটে তীরস্থ এক গোকে ধরিয়া জলে মগ্ন করে। ব্রাহ্মণ ঐ রূপ গোকে দেখিয়া ববনাযুক্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে প্রয়াগেরপর পুনঃতীর্থ নাই এবং সূর্য্যগ্রহণ সময়ের ন্যায় উত্তম পুণ্যকাল আর নাই ও গোর প্রাণ রক্ষাহইতে অধিক ধর্ম্ম নাই সম্প্রতি পুণ্যজনক সকল বিষয় এক স্থানে দেখিতেছি ইহা ত্যাগ করা উপযুক্ত হয় না অতএব কুম্ভীরের মুখহইতে গোরক্ষা করিব নশ্বর যে শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি পুণ্য লাভ হয় তবে কোন ভদ্রলোক তাহা ত্যাগ করে অপর এই গোরক্ষা রূপ যে কার্য্য সে পরামর্শের কাল বিলম্ব সহ্য করে না এবং অতীত হইলে আমার কোন ফল লাভ হইতে পারে পশ্চাৎ কেবল বিষাদ উপস্থিত হইবে। এই বিবেচনার পর সেই ব্রাহ্মণ কেবল ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা করিয়া এবং আপনার জীবন তৃণ জ্ঞান করিয়া জলমধ্যে ঝম্প দিলেন

আর তৎক্ষণাৎ কুম্ভীরের মুখে এক অস্ত্রাঘাত করি। কুম্ভীর সেই অস্ত্রাঘাতের বেদনাতে কুপিত হইয়া অর্দ্ধগ্রস্ত গোকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল। গো কুম্ভীরের মুখহইতে পরিত্রান পাইয়া দূরে পলায়ন করিল। পরে কুম্ভীর ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিল। অতএব জীবেরদিগের স্বস্ব কর্ম্মের ফল যে ভদ্রাভদ্র তাহা কাল বিশেষে হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারেন না দেখ গো কুম্ভীরের মুখহইতে রক্ষা পাইয়া সুখী হইল নিরুপদ্রব ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে কেবল ধর্ম্ম লোভে কুম্ভীর গ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু গোরক্ষা জন্য পুণ্যেতে ঐ ব্রাহ্মণের মস্তকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দিব্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে গেলেন। প্রয়াগবাসি পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া ধন্যং করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে বীর পুরুষেরা চিরকাল পরিশ্রম করিয়া যে পুণ্যলাভ করিতে অক্ষম হন এই সাহসী ব্রাহ্মণ কারিত্ব প্রযুক্ত সেই পুণ্য ও যশ লাভ করিলেন। ই তাযমকথা সমাপ্তা।—

অথ অনুশয়িকথা ।—

যে পুরুষ প্রথমে পাপ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্ত হইয়া সেই পাপহইতে নিবৃত্ত হয় এবং শেষে তপস্যা করে পণ্ডিতেরা সেই ধার্ম্মিকের নাম অনুশয়ী কহেন। ইহার ইতিহাস এই।—

গঙ্গাতীরে কাম্পিল্য নামে এক নগর তাহাতে হেমাঙ্গদ নামা এক রাজা থাকেন। মন্ত্রিরা পরামর্শ করিয়া সেই রাজার পুত্র রত্নাঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। রত্নাঙ্গদ যৌবরাজ্য পাইয়া পিতার ওপার্জ্জিত ধনেতে গর্ব্বিত হইয়া এবং যৌবনমদেতে মত্ত হইয়া অন্যং লোকের প্রতি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রাচীনেরা কহিয়াছেন যে বিশিষ্ঠ লোকের আত্মসদৃশ পুত্রেতে বংশ রক্ষা হয় এবং অতি ধার্ম্মিক পুত্রদ্বারা বংশ ওজ্জ্বল হয় আর অধম পুত্রদ্বারা বংশ শীঘ্র ক্ষীন হয়। অপর কোন অধম পুরুষ প্রচুর ধন ও যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া ও উৎকৃষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া গর্ব্বিত না হয়। যিনি ধন ও যৌবন এবং বিদ্যা এই সকল লাভ করিয়া অহঙ্কারযুক্ত না হন তিনি সৎ পুরুষ আর পণ্ডিত

মণ্ডলীর মধ্যে তিনি পূজনীয় হন। অপর যে পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কার জয় করিতে পারেন। এবং যৌবন সময়ে কন্দর্পকে পরাজিত করিতে পারেন সেই সাধু লোক কাহাকে জয় করিতে না পারেন অর্থাৎ তিনি সকলকে জয় করিতে পারেন। অপর যে স্ত্রী কুলধর্ম্ম অতিক্রমণ করে আর যে মনুষ্য ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করে সেই দুয়ের শরীরে কোন পাপ না জন্মে যে হেতুক তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথগামী হয় কেহ তাহারদিগকে নিষেধ করিতে পারে না যেমত উচ্ছৃঙ্খল হস্তী স্বচ্ছন্দে গমন করে তাহাকে কেহ বারন করিতে পারে না তাহার ন্যায়। অনন্তর সেই রত্নাঙ্গদ পিতৃবিয়োগের পর স্বয়ং রাজা হইয়া ধনিরদিগের ধনহরন এবং পর স্ত্রীহরন আর অপরাধ রহিত প্রজারদিগের প্রানদণ্ড করিতে লাগিল। তখন সেখানকার সকল লোক বিবেচনা করিলেন যে এই রত্নাঙ্গদ কখনও রাজা নহে এ নিতান্ত দস্যু আর যেমত মদান্ধ হস্তী স্থানভ্রষ্ট হইয়া দৌরাত্ম্য করে সেই মত যৌবনমদে মত্ত এবং ধর্ম্মচ্যুত এই রাজা প্রজারদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে যদি সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া এই রাজার অপরাধের উপযুক্ত প্রতীকার করেন

তবে সকলের স্বামিদ্রোহরূপ পাপ হইবে যদি কোন প্রতীকার না করেন তবে সকলের বিনাশ হইবে অতএব মুনিগণদ্বারা নরপতিকে ধর্ম্মোপদেশ করান কর্ত্তব্য। পরে সচিবেরা ও আর২ প্রবীন লোকেরা মুনিরদিগকে আহ্বান করিলেন। পশ্চাৎ মুনিগণ একত্র হইয়া রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন হে মহারাজ তুমি ধর্ম্মসঞ্চয় কর ধর্ম্মই রাজ্যের কারণ হইয়াছেন ধর্ম্মের ন্যূনতা প্রযুক্ত অন্য সকলে কেবল সামান্য মনুষ্য হইয়াছে তুমি পূর্ব্ব জন্মে অধিক ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফলে নরপতি হইয়াছ পুনশ্চ ধর্ম্মানুষ্ঠান কর তাহাতে ইহাহইতেও উত্তম পদ পাইবা। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিগণ ধর্ম্ম কি প্রকার। মুনিগণ উত্তর করিলেন যে পরদ্রব্য হরণ ও পরদারাভিগমন এবং পর হিংসা এই সকলের নিবৃত্তিরূপক আর দয়া এবং দান ও প্রজাপালন ও যজ্ঞ এবং ব্রত এই সমুদায়ের প্রবৃত্তিরূপক বেদবোধিত যে কর্ম্ম তাহার নাম ধর্ম্ম। তত্পশ্চাৎ নরপতি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই ধর্ম্মেতে কি হয়। মুনিগণ কহিলেন যে অর্থ কাম মোক্ষ এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়। রাজা কহিলেন ইহার প্রমান কি। ঋষিরা উত্তর করিলেন ঈশ্বরের

প্রণীত বেদ সকল ইহার প্রমাণ আছেন। রাজা বলিলেন ঈশ্বর নাই তাঁহার প্রণীত বেদ কি যদি ঈশ্বর থাকিতেন তবে আমার দৃশ্য অথবা অনুভূত হইতেন তিনি আমার কিম্বা অন্য লোকের দৃশ্য হন না এবং অনুভূত হন না অতএব ঈশ্বর নাই তোমরা যুক্তি অত্যন্ত মান্য কেন মিথ্যা কহিয়া আমাকে ভুলাইতেছ যদি পুনশ্চ এই প্রকার কহ তবে ইহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবা। মুনিগণ এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেতে বাহিরে আসিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে এই রাজা নাস্তিক এ আমারদিগের কথা গ্রহণ করিবে না তবে কি প্রকারে ইহার মঙ্গল হইবে ইহা কহিয়া তাঁহারা আপনং স্থানে গেলেন। অনন্তর মন্ত্রিরা যোদ্ধার দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন যে এই রত্নাঙ্গদ অতিদুষ্ট পুত্র ইহাকে কোনহ উপায়েতে রাজ্যহইতে দূর করিতে হইবেক। এই কথোপকথনের পর ঐ সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া রাজাকে অপদস্থ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা করিলেন। শাস্ত্রের এই রূপ লিখন আছে যে রাজার মন্ত্রী বিরক্ত হয় সেই রাজার রাজ্য নষ্ট হয় এবং যে নরপতির প্রজারা বিরক্ত হয় তাঁহার আয়ুঃ হীন হয়। সেই কালে রত্নাঙ্গদ চিন্তা করিলেন যে আমার

ভ্রাতা আমার রাজ্য লইলেন ইহার পর আমার প্রাণ লইবেন অতএব এখানহইতে পলায়ন করি। ইহা স্থির করিয়া লবঙ্গিকা নামে এক বেশ্যাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন পরে কোন গ্রামের মধ্যে না থাকিয়া এক তপো বনের মধ্যে বাস করিলেন। পশ্চাৎ রত্নাঙ্গদ প্রতিদিন তপস্বিরদিগের আনীত ফল মূলাদি লইয়া ভক্ষন করিতে লাগিলেন। তপস্বিরা রাজার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া রাজাকে কহিলেন যে হে নরপতি তোমার ভ্রাতা তোমাকে নষ্ট করিতে এখানে আসিতেছেন। রাজা ঐ কথা শুনিয়া অতি ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন যে ভ্রাতার অনেক সহায় আছে আমার অন্য সহায় নাই কেবল এই বেশ্যা সহায় আছে ইহাতে কি প্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষা করিব অতএব এখানহইতে দূরে যাই ইহা স্থির করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত বনান্তরে পলায়ন করিল। অনন্তর উভয়ের এক২ বস্ত্র ছিল তাহা জীর্ন হইলে শীতকাল উপস্থিত হইল তখন ঐ দুই জনের শীতত্রাণকর্ত্তা কেবল এক কম্বল থাকিল দুই জন মিলিত হইয়া ঐ কম্বল আসন ও শরীরাবরন করেন। যখন রাজা সেই কম্বল লইয়া মৃগয়া করিতে যান তখন বেশ্যা শীতে অতি কাতরা হয়। এক দিন গনিকা

শীতে অত্যন্ত কাতরা হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিল রে পরাধিম তুই রাজা হইয়া কেবল আপনার অজ্ঞানদোষেতে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিস তথাপি সুখেচ্ছা করিয়া আমাকে বনমধ্যে আনিয়া নিতান্ত দুঃখ দিতেছিস আমি আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না আমাকে ত্যাগ কর হা উত্তম খট্টা ব্যতিরেকে যাহার শয়ন হইত না এবং ঘোটক ব্যতিরেকে যাহার গমনাগমন হইত না আর কর্পূরাদি উত্তম সামগ্রী ব্যতিরেকে যাহার তাম্বুল চর্ব্বণ হইত না ও যাহার সমীপে সর্ব্বদা চামর ব্যজন হইত এই রূপ সুখী পুরুষ যে তুমি এখন ব্যাধের ন্যায় জীব হিংসা করিয়া উদর পূরণ করিতেছ অতএব তোমাকে ধিক্। রত্নাঙ্গদ বেশ্যার তিরস্কার বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে প্রিয়ে বিষাদ করিও না কোন সময়ে পুরুষের বিপদ উপস্থিতা হয় এবং সময় বিশেষে সেই বিপদের প্রতীকারও হয় ইহাতে উদ্বেগ কর্ত্তব্য নহে আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই রাত্রিতে দ্বিতীয় এক কম্বল আনিয়া অবশ্য তোমাকে দিব ইহা অন্যথা হইবে না সম্প্রতি তুমি অগ্নিসেবা করিয়া শীত নিবারণ কর আমি দ্বিতীয় কম্বলার্থে যাইতেছি। রাজা বেশ্যার নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ কম্বলেতে আপনা

শরীর ঢাকিয়া এক নগরের মধ্যে গেলেন পরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে সিঁদ দিয়া সেই সিঁদের মুখে আপনার কম্বল রাখিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণের শরীরহইতে কম্বল আকর্ষণ করিতে ঐ ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাসিরদিগকে কহিতে লাগিলেন যে তোমরা শীঘ্র এখানে আসিয়া এই চোরকে মার। চোর সকল লোককে জাগ্রৎ জানিয়া অতিত্রাসেতে গৃহের বাহিরে আসিয়া ত্বরাপ্রযুক্ত আপনার কম্বল ত্যাগ করিয়া শীঘ্র পলায়ন করিল। পশ্চাৎ চোর নরপতি নগরের বাহিরে আসিয়া শীতে কাতর হইয়া বিবেচনা করিলেন যে আমার এক কম্বল ছিল তাহাও গেল পরে স্থির চিত্তেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কর্ত্তার ইচ্ছা ও যত্ন ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না এবং তাঁহার ইচ্ছা ও যত্নেতেই কার্য্য সিদ্ধ হয় কিন্তু কাহার ইচ্ছাতে আমার কম্বল গেল আমার এমন ইচ্ছা ছিল না যে আমার কম্বল যায় বরং আমার ইচ্ছা ও যত্ন ছিল যে দ্বিতীয় কম্বল মিলে তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত হইল হা ইহা কাহার ইচ্ছাতে হইল এবং তিনি বা কে অতএব বুঝি সর্ব্বকর্ত্তা কেহ আছেন তাঁহার ইচ্ছা

তেই সকল সম্পন্ন হয় তিনিই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা এবং পরমারাধ্য পরমেশ্বর হা এমত যে পরম পুরুষ তাঁহাকে আমি মোহপ্রযুক্ত অদ্যাপি চিনিতে পারিলাম না আর নানা দোষে ও অহঙ্কারে এবং অজ্ঞানতাতে শাস্ত্র সিদ্ধ বাক্য না শুনিয়া ত্রৈলোক্যের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে জানিতে পারিলাম না হা এখন কি করিব অথবা বিষাদ কর্ত্তব্য নহে মনুষ্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অনেক জন্মে পাপ কর্ম্ম করে কিন্তু যখন তাহার ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি হয় সেই সময় তাহার শুভক্ষণ অপর লোক যখন পাপ পথ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয় তদবধি যে কাল সেই কাল তাহার স্বর্গ ভোগের নিমিত্ত হয় আর যেমত ঔষধ রোগিরদের সঞ্চিত রোগ নষ্ট করে সেই মত পুণ্য পাপিরদের সঞ্চিত পাপ নষ্ট করেন অতএব অদ্য প্রভৃতি আমি তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া সেই রাজা লবঙ্গিকা বেশ্যার নিকটে আসিয়া কহিলেন যে হে বেশ্যা আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম তুমি অভিলষিত স্থানে যাও। বেশ্যা ঐ কথা শুনিয়া নগরের মধ্যে গেল। তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কাল গিয়াছে তাহা পুনর্ব্বার আসিবে না এবং যে কাল সম্প্রতি যাইতেছে

তাহা আর মিলিবে না অতএব আর বৃথা কালযাপন কর্ত্তব্য নহে আমি এই অবধি মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাবৎ কাল যাপন করিব। রাজা এই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া মহাতপস্বী হইলেন। সেই সময় মুনিগণ বিবেচনা করিলেন যে মনুষ্য জাতিমাত্রেতে চোর অথবা ধার্ম্মিক হয় এমত নহে যে প্রকার ক্রিয়া করে সেই রূপ খ্যাত হয় দেখ রত্নাঙ্গদ প্রথমে রাজা হইয়া মধ্যে দস্যুবৃত্তি করিয়াও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলেতে শেষে তপস্বী হইয়া মহাপুরুষ হইলেন। ইতি অনুশায়িকথা। সাত্ত্বিকাদি অনুশয়ি পর্য্যন্ত ধার্ম্মিককথা সমাপ্তা। ধার্ম্মিকেরদিগের লক্ষণ সকল কহিলাম তাহারদিগের প্রত্যুদাহরণ যে বৌদ্ধেরদিগের লক্ষণ তাহা কহিলাম না ইহার কারণ এই যে বৌদ্ধেরা নিতান্ত অধম অতএব পুরুষের দের লক্ষণাক্রান্ত নয় কিন্তু পূর্ব্বে উত্তম গুণহীন যে চৌরাদি এবং বঞ্চকাদি পুরুষ সকল তাহারা পুরুষ লক্ষণপ্রাপ্ত ছিল অতএব প্রত্যুদাহরণের মধ্যে তাহারদের লক্ষণ কহিয়াছি বৌদ্ধেরা চৌরাদিহইতে অধম এই প্রযুক্ত পুরুষেরদের মধ্যে গণিত নহে অতএব তাহারদের লক্ষণ কহিলাম না।

অথ ধনিককথা ।—

মহেচ্ছ এবং মচু ও বহ্বাশ এবং সারবান এই চারি প্রকার ধনী লোক যথাক্রমে ইহারদিগের লক্ষণ কহিব প্রথমে মহেচ্ছকথা প্রসঙ্গ হইতেছে ।—

অথ মহেচ্ছকথা ।—

যে লোক ন্যায়েতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ দান ও ভোগ করেন এবং তিনি যদি পুণ্য ও যশের আশ্রয় হন তবে সকল লোক তাঁহাকে মহেচ্ছ কহেন তাঁহার । উদাহরণ এই ।—

পাণ্ডুপত্তন নগরে গৌড় রাজার মন্ত্রী মহারাজদেব নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন । তিনি স্বামি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আতপত্র পরিচিত নায়ক এই উপাধি পাইলেন পশ্চাৎ সকল লোকের নিকটে সত্তারাজরূপে খ্যাত হইলেন । পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে ধর্ম্ম এবং অর্থ ও কাম আর মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ কিন্তু প্রভু ভক্তিতে ঐ চারি প্রকার পুরুষার্থ লাভ হয় । সেই স্বাভাবিক ধার্ম্মিক মন্ত্রী ধর্ম্মোপায়েতে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহার ক্ষয় এবং স্থিতি

ও বৃদ্ধি এই বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন যে অর্থই প্রধান পুরুষার্থ কিন্তু আমি শ্রীমান এই অভিমান যাহার হয় তাহার শ্রী দীর্ঘকাল থাকে না যে হেতুক লক্ষ্মী চঞ্চলা আর যে পুরুষেরা অধিকাধিক ধনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্ব কার্য্য কুশল ও ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত আছেন আর ধনবিষয়ে নিজ পরিজনেরদিগকে বিশ্বাস করেন না ও ধনব্যয় করিতে পারেন না তাঁহারা কেবল কার্য্যের ভার বহন করেন অপর যে লোক সঞ্চিত ধনেতে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন তাহার অর্থের বৃদ্ধি হয় না অন্য প্রকার যে পুরুষের বলবান সহায় বশীভূত থাকে তাহার ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতা করাগ্রবর্ত্তিনী হয় কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা ধনকে ধনজ্ঞান করেন না ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতাকে ধনজ্ঞান করেন তাহার কারণ এই যে ধন নষ্ট হয় অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা হঠাৎ নষ্টা হয় না সম্প্রতি আমার অনেক ধন আছে এ প্রযুক্ত ধন চিন্তাও কর্ত্তব্য নহে আর রাজা এক শের পরিমিত দ্রব্য ভোজন করেন চোরও সেই এক শের দ্রব্যভক্ষন করে অতএব আহারার্থে রাজার অধিক ধনেতে কি প্রয়োজন এবং চোরের ধন

হীনতাতেই বা কি হানি তন্নিমিত্তে কেবল আহারার্থে
ধনসঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে সঞ্চিত ধনের যে প্রধান ফল তাহা
লাভ করি এই বিবেচনাতে অর্থব্যয় করিয়া মাল্য চন্দন
ও বনিতা এবং তাম্বুলাদিদ্বারা সুখানুভব করিয়া পূর্ণা
ভিলাষ হইলেন ও তুলা প্রভৃতি মহাদান করিয়া কীর্ত্তি
স্থাপন করিলেন ও প্রচুর ধন ব্যয়েতে গুণবান লোক সক
লকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার গুণজ্ঞতাপ্রকাশ করিলেন এই
রূপে যৌবন কাল যাপন করিলেন। ঐ মন্ত্রী যৌবন
সময়ের পর বিষয়ে বিরক্ত হইয়া ব্রত উপবাসাদি কায়
ক্লেশসাধ্য যে ধর্ম্ম তাহাও সঞ্চয় করিলেন। অনন্তর
সকল দর্পহর যে বার্দ্ধক্য তাহা উপস্থিত হইলে মন্ত্রী ক্রমেং
শরীরের সৌন্দর্য্যনাশ ও সামর্থ্যহানি আর গৃহের ধন
ক্ষয় এই সকল দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি
পঞ্চত্ব পাইলে আমার সকল ধন নষ্ট হইবে এবং সকল
গুণ লুপ্ত হইবে ও প্রভুভক্তি যাইবে আর এই যে দেহের
শ্রী ইহাও থাকিবে না তবে সম্প্রতি ধর্ম্মার্থে কেন সকল
সম্পত্তি বিতরণ না করি আর মনুষ্য সকল বিষয় ত্যাগ
করিতে পারিলেই বাসনারহিত হয় ইহা স্থির করিয়া
হরিশ্চন্দ্র রাজার মত আপনার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণেরদিগেরে

দান করিলেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অনশনব্রত করিয়া প্রয়াগতীর্থে দেহত্যাগ করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিয়া দেবত্ব পাইলেন। সাধু লোকেরা মহারাজদেবের কীর্ত্তি শুনিয়া এবং মরণের ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মন্ত্রী পরার্দ্ধ সংখ্যক ধন উপার্জ্জন ও বিতরণ করিয়া যাচকেরদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন এবং যৌবন সময়ে কন্দর্পের সেবা করিয়াছেন সম্প্রতি উত্তম তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেন। অতএব এই সকল কার্য্যহইতে অধিক পুরুষার্থ কি আছে। অনেক ধনবান লোক দূরহইতে আগত অথচ নিজদ্বারস্থ যাচকেরদিগকে কিঞ্চিৎ২ দান করেন। মন্ত্রী মহারাজদেব বিনা যাচ্ঞাতে যাচকেরদের গৃহেতে প্রচুর ধন প্রেরণ করিয়াছেন অতএব পৃথিবীর মধ্যে মহারাজদেবের তুল্য দাতা ও সকল পুরুষার্থযুক্ত অন্য কেহ নাই। ইতি মহেচ্ছকথা সমাপ্তা।

অথ মূঢ়কথা।

যে লোক লভ্য ধনের প্রত্যাশাতে সমুদয় লব্ধ ধন ব্যয় করে এবং ধর্ম্ম আর অর্থ ও কাম এই সমুদায়েতে অনভিজ্ঞ

হয় জ্ঞানবান লোকেরা তাহাকে মূঢ় কহেন। তাহার উদাহরণ এই।—

অযোধ্যা নগরীতে ভূরিবসু নামে বনিকের প্রচুরধন নামা এক পুত্র ছিল সে পিতৃ বিয়োগের পর পিতার সঞ্চিত ধন পাইয়া প্রাচীন লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমার পিতা কি ওপায়েতে এত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লোকেরা কহিলেন যে তোমার পিতা কেবল বানিজ্যেতে অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন শাস্ত্রের এই মত লিখন আছে যে বৃদ্ধোপদেশে জ্ঞান জন্মে এবং রাজ সেবাতে মর্য্যাদা লাভ হয় ও দানেতে পুন্য আর যশোলাভ হয় এবং বানিজ্যেতে ধনসঞ্চয় হয়। প্রচুরধন তাহা শুনিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে বানিজ্য কি প্রকার। বৃদ্ধেরা ওত্তর করিলেন শুন গৌড় দেশে ক্রীত বস্তু গুজ্জর দেশে বিক্রয় করিয়া এবং গুজ্জরে ক্রীত বস্তু গৌড়ে বিক্রয় করিবে অর্থাৎ যখন যে স্থানে যে২ দ্রব্য সুলভ হয় তাহা ক্রয় করা এবং যে সময়ে ও যে স্থানে যে দ্রব্য মহার্ঘ্য হয় সেই সময় বিশেষে কিম্বা সেই স্থান বিশেষে তাহা বিক্রয় করা এই বানিজ্য। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে এক দেশহইতে অন্য দেশে দ্রব্যের আনয়ন এবং এক সময়ে ক্রীত বস্তুর কালান্তরে বিক্রয়

করেন ইহার নাম বানিজ্য ইহাতে হয় যে দ্রব্যের মূল্য বিশেষ তদ্দ্বারা বনিকেরা মূল ধনহইতে অধিক লাভ করেন অপর যে স্ত্রী পতিব্রতা না হয় এবং যে পুরুষ ব্যবসায়ী না হয় সেই দুই জন সময় বিশেষে অতিক্লেশ ভোগ করে। অতএব তুমিও ব্যবসায় করিতে উদ্যোগী হও কোটীশ্বর যে পুরুষ তিনিও ব্যবসায় না করিলে নির্দ্ধন হন। তদনন্তর সেই বনিক্‌পুত্র বিবেচনা করিল যে আমার কোটি সংখ্যক ধন আছে ইহার লক্ষ তঙ্কাতে ক্রীত বস্তু এক দেশহইতে অন্য দেশে লইয়া বিক্রয় করিলে তাহার চতুর্গুন ধন পাইব অতএব সর্ব্বদা এই প্রকার করিলে অসংখ্যেয় ধন হইবে তাহাতে কোন চিন্তা থাকি বেনা দশ লক্ষ টাকার ব্যবসায়েতে পুনর্ব্বার কোটি মুদ্রা অবশ্য সঞ্চয় করিতে পারিব সম্প্রতি দশ লক্ষ মুদ্রা রাখি য়া ও অবশিষ্ট ধনব্যয় করিয়া যৌবনোচিত সুখভোগ করি যেহেতুক অর্থ আইসে এবং যায় আর পুনঃ২ লভ্য হয় কিন্তু বাল্যকালাদি যে বয়ঃক্রম তাহা অতীত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করে না। বনিক্‌পুত্রের সহবাসি বয়স্যেরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগি লেন যে সাধু বনিক্‌পুত্র সাধু তোমার পিতা কৃপন ছিলেন

তিনি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন কিছু ভোগ করিতে পারেন নাই কিন্তু তুমি ধনস্বামী হইয়া অনায়াসে সমু দায় ভোগ করিতে পারিবা। অনন্তর সেই মূঢ় আপনার সহবাসিরদিগের কথাতে উৎসাহযুক্ত হইয়া নিরন্তর ধন ব্যয় করিতে লাগিল। যাহার ধন থাকে সে যদি অপ ব্যয় করে তবে সেই অযথার্থ ব্যয়রূপ ব্যসনে ঐ ধনির ধন ক্ষয় হয় কিন্তু সেই ধনগ্রাহকেরদিগের এবং অন্য লোকেরদিগের কিছু হানি হয় না অপর যাবৎ স্বামির বিভব থাকে তাবৎ মনুষ্যেরা তাঁহার ধনাস্বাদন করে ও স্বামিকে স্তব করে পশ্চাৎ প্রভু নির্দ্ধন হইলে মনুষ্যেরা কেবল তাঁহার ত্যাগ ও নিন্দা করে। পরে সেই মূঢ় উত্তর কালে কি হইবে ইহা বিবেচনা না করিয়া সম্ব ৎসরের মধ্যে মালা এবং চন্দন ও যুবতী আর তাম্বূল ও আরং সুখকর সামগ্রীর নিমিত্তে সর্ব্বস্ব উচ্ছিন্ন করিল এবং পূর্ব্বে দশ লক্ষ মুদ্রা রাখিবার যে পরামর্শ করিয়া ছিল তাহা না রাখিয়া এক লক্ষ মুদ্রামাত্র রাখিল পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালেতে সেই এক লক্ষ টাকা অর্দ্ধেক ব্যয় করিল যেমত প্রবাহরহিত কূপের জল লোককর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া ক্ষয় পায় সেই মত উপায় রহিতত্বযুক্ত গৃহের

সঞ্চিত ধন অল্প ব্যয়েতেও ক্ষীণ হয়। পরে সেই বণিক পুত্র অল্প ব্যয়েতে কিঞ্চিৎ কালে নির্ধন হইয়া অবসন্ন হইল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে কোটীশ্বর পুরুষও ক্ষীণ ধন হইলে বুদ্ধি ও বিবেচনাতে রহিত হয় এবং পূর্ব্বাভ্যাস ক্রমেতে ব্যয় বাসনা করিয়া সকল ধন ব্যয় করাতে অল্প কালে দরিদ্র হয়। ইতি মূঢ়কথা সমাপ্তা।—

অথ বহ্বাশকথা।—

যে লুব্ধ পুরুষ ধন লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় না এবং বহু লাভেচ্ছা করিয়া সর্ব্বদা প্রচুর ধনেতে দীর্ঘ প্রত্যাশা করে নীতিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে বহ্বাশ কহেন। তাহার উদাহরণ এই।—

বিজয়নগরেতে কৃতিকুশল নামে এক মালাকার ছিল সে অতি সুন্দর মালা প্রস্তুত করিত এবং মালাগ্রাহক নগরস্থ লোকের উপাসনা করিয়া অনেক ধন লাভ করিয়া ও তাহা অল্প জ্ঞান করিয়া প্রচুর ধন লাভেচ্ছাতে রাজসেবারম্ভ করিল। অনন্তর মালাকার মালাদানের কৌশলেতে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া নরপতির অনুগ্রহেতে

মালার পুষ্পসংখ্যক মুদ্রা লাভ করিতে লাগিল কিন্তু তথাপি মালাকারের প্রত্যাশার নিবৃত্তি হইল না। জ্ঞানবান লোকেরা কহিয়াছেন যে লোক পরার্দ্ধ পরিমিত ধনাকাঙ্ক্ষা করিয়া ইতস্ততো ধাবন করিয়া আপনাকে সদা নির্ধন জ্ঞান করে সেই বহ্বা পুরুষের কোন স্থানে সুখ জন্মে না। অনন্তর সেই মালিক প্রত্যাশাতে উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া এই চিন্তা করিল যে অলব্ধ ধনেতে ঔদাস্য করা এবং লব্ধ বিভবেতে আপনার সন্তোষ ও পোষণ করা আর অর্থের পরিচয় দেওয়া এবং ধন ভোগ করা এই সমুদায় কার্য্য করণেতে অর্থের বৃদ্ধি হয় না বরং সঞ্চিতার্থের লোপ হয় এই পরামর্শ করিয়া মালাকার পিপ্পলীর ব্যবসায় এবং কৃষিকর্ম্ম আর অন্যং বাণিজ্য ও পশুপালনাদি ধনোপার্জ্জনের যেং উপায় আছে সেই সকল কার্য্যেতে আপনার অর্থ সকল নিযুক্ত করিল এবং আপনি ঐ সকল ব্যবসায়েতে নিযুক্ত হইয়া ও পূর্ব্বমত রাজসেবা করিতে লাগিল এবং আত্ম ভিন্ন সকল লোককে অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া সকল ব্যাপার করাতে অত্যন্ত অশক্ত হইল আর যখন বাণিজ্য ব্যবসায়ে থাকে তখন কৃষিকর্ম্ম হয় না যে সময় কৃষিকর্ম্মেতে থাকে সে

পিপ্পলী সংগ্রহ হয় না যাবৎ পিপ্পলী সংগ্রহ করে তাবৎ পশুপালন হয় না। এই প্রকারে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হইতে লাগিল এবং আপনিও সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল। অনন্তর রাজা মালাকারের কোন অপরাধে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে যে দাসেরা যদি নৃপতিকে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সেবা করে তথাপি সেই রাজা সেবকেরদের যৎকিঞ্চিৎ অপরাধে ঐ সেবকেরদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হন এবং সেই কোপেতে যদি সেবকেরদের প্রাণ দণ্ড না করেন তথাপি দস্যুর ন্যায় তাহারদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন। অনন্তর মালাকার নির্ধন হইয়া অধিক ক্ষুধা এবং দুর্লভ বস্তুর লাভেচ্ছা ও মুখরতা আর কাকুক্তি ও তাবৎ প্রসঙ্গে অনভিজ্ঞতা দরিদ্রের যে এই পাঁচ দোষ তদ্যুক্ত হইল এবং দরিদ্র হইয়া পরিজন পোষণেতে অসমর্থ হইয়াও পুনঃ২ উপার্জ্জন চেষ্টা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ মালাকার এক দিনেতে কতক গুলি মালা লইয়া নিজ নগর হইতে অন্য গ্রামে যাইতেছে সেই সময় দুই পুষ্করিণীর মধ্য স্থানে অতি বৃহৎ মাত ধীনভাণ্ড যাইতেছে ইহা দেখিল এবং দেখিয়া বিবেচনা করিল যে এই অচেতন বস্তু

কি প্রকারে এক সরোবরহইতে অন্য সরোবরে যাইতেছে এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে এই সকল নিধিভাণ্ড হইতে পারে সেই নিধি শক্তিতে ইহারা গমন করিতেছে আমি শীঘ্র এই সকল ভাণ্ড পূজা করি। ইহা স্থির করিয়া ঐ সকল মাল্য দিয়া প্রত্যেক ভাণ্ড পূজা করিয়া নানা প্রকার স্তব করিল। তাহারপর প্রথম ভাণ্ডহইতে এই বাক্য নির্গত হইল যে হে দরিদ্র যে ভাণ্ড সকলের পশ্চাৎ আসিতেছে তাহাহইতে তুমি কিছু ধন লইবা। তাহারপর আর পাঁচ ভাণ্ডও সেই প্রকার কহিল শেষে সপ্তম ভাণ্ড আপন মুখের আবরণ খুলিয়া এবং সুবর্ণ প্রকাশ করিয়া কহিল হে মালাকার আমরা সকল তুষ্ট হইয়া তোমাকে সাত অঞ্জুলি স্বর্ণ দিতেছি তুমি তাহা লও কিন্তু ইহার অধিকাকাঙ্ক্ষা করিও না। মালিক ঐ কথা শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া ঐ ভাণ্ডহইতে সাত অঞ্জুলি স্বর্ণ লইয়া পুষ্পপাত্রে রাখিল পরে অতিশয় লোভেতে অষ্টমাঞ্জুলি গ্রহণ করিবার বাসনাতে ভাণ্ডের মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইল। তৎক্ষণাৎ ঐ ভাণ্ড নিজমুখে আবরণ সংযুক্ত হইয়া ঐ মালাকারকে লইয়া অতি বেগে চলিল। তাহাতে মালাকার বেদনাযুক্ত হইয়া কাকুতি পূর্ব্বক

লাগিল হে ভাণ্ড আমি আর ধন লোভ করিব না আমার হস্ত ত্যাগ কর বরং যে স্বর্ণ লইয়াছি তাহা তোমাকে দিতেছি এই কথা কহাতে কিছুই হইল না। তাহাতে মালাকার বিবেচনা করিল যদি এই ধনভাণ্ড আমাকে লইয়া জলমধ্যে মগ্ন করে তবে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে এই ভয়ে পাদদ্বয়েতে এক বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া রহিল। নিধিভাণ্ড মালাকারের হস্ত বলেতে আকর্ষণ করিতে লাগিল তাহাতেই ঐ মালিকের দুই বাহুমূলোৎপাটন হইল এবং সেই বেদনাতে মালাকারের পঞ্চত্ব হইল। পুরাণেরা কহিয়াছেন যে লোক ধন বিষয়ে সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকে এবং পরার্দ্ধ সংখ্যক ধনাকাঙ্ক্ষা করে সেই বহ্বাশ লোক কখনও সুখী হয় না এবং শেষে বিপদ্গ্রস্ত হয়। ইতি বহ্বাশকথা সমাপ্তা।—

অথ সাবধানকথা।—

যে পুরুষ নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া অবধান পূর্ব্বক সেই ধন রক্ষা করেন তিনি সাবধানরূপে খ্যাত ন আর কখনও অর্থহীন হন না। তাহার বিবরণ এই।

[illegible] নগরীতে বীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন।

তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধনোপার্জ্জন করিয়া ও নীতিজ্ঞ
এবং বহু পুত্রযুক্ত হইয়া সুখেতে কালযাপন করেন। এক
রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতেছেন এই সময় কোন
স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষনাৎ বাহিরে আসিয়া শ
শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতেং নগর প্রান্তে নবর্বাঙ্গি
সুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাভরণ ভূষিতা আর উত্তম বস্ত্র পরি
ধানা এমত এক স্ত্রীকে দেখিলেন। তখন কিঞ্চিৎকাল ঐ
রূপ ক্রন্দন শুনিয়া সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে
সুন্দরি তুমি কেন রোদন করিতেছ। সুন্দরী কহিলেন হে
পুত্র নৃপতে আমি তোমার লক্ষ্মী তুমি শূর এবং নীতিজ্ঞ
ও ধার্ম্মিক এই কারণ এত দিবস পর্য্যন্ত তোমার গৃহেতে
ছিলাম সম্প্রতি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাই
তেছি এই হেতু রোদন করিতেছি। নৃপতি জিজ্ঞাসা
করিলেন ইহাতে কেন রোদন করিতেছ। লক্ষ্মী
উত্তর কহিলেন যে এখন তোমার স্নেহেতে রোদন করি
তেছি। রাজা কহিলেন হে লক্ষ্মী যদি আমার প্রতি
তোমার স্নেহ আছে তবে কি হেতু আমাকে ত্যাগ
করিতেছ। অনন্তর লক্ষ্মী উত্তর করিলেন হে ভূপাল
তুমি জান না যে আমি লক্ষ্মী চঞ্চলা এই কারণ এক

চির কাল থাকিতে পারি না তাহার বৃত্তান্ত শুন পূর্ব্বহইতে যে ব্যক্তি ভীত হয় লক্ষ্মী তাহাকে ভজনা করেন না এবং মৃদু পুরুষের নিকটে থাকেন না আর যে পুরুষের গৃহে সর্ব্বদা বিরোধ হয় তাহার নিকটেও অবস্থিতি করেন না অতএব লক্ষ্মী চির কাল কোন স্থানে অবস্থিতি করেন না এবং কোথাও দীর্ঘ কাল বাস করেন এই প্রযুক্ত লক্ষ্মীর অবস্থিতি আর গমন কাহারও অনুমেয় হয় না। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে অনুপযুক্ত ব্যবহার না করিলে লক্ষ্মী কোন লোককে ত্যাগ করেন না আমার কি অনুপযুক্ত ব্যবহার আছে বহু পুত্রতা ভিন্ন আমার কোন দোষ নাই। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে রাজার অপুত্রতা ও বহুপুত্রতা এই দুই অনুত্তম অপুত্রতায় বংশলোপ হয় আর বহুপুত্রতাতে বিরোধ উপস্থিত হয় রাজার পুত্রেরা ভূমিলাভ ও কীর্ত্তিলাভের নিমিত্তে সর্ব্বদা বিরোধ করেন তাহাতে লক্ষ্মী তাহারদিগকে ত্যাগ করেন কিন্তু বিনা বিরোধে কোন ব্যক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন না। অনন্তর নরপতি নিবেদন করিলেন হে কমলে যদি তুমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা কর তবে কে ব্যক্তি তোমার গমন বারণ করিতে পারিবে যে তোমার ইচ্ছা হয় সেই স্থানে যাও কিন্তু আমি এক

বর প্রার্থনা করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সেই বর দেও। পরে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন তুমি যদি আমার গমনের নিষেধ না কর তবে তোমার যে বর প্রার্থনীয় হয় তাহা কহ আমার অন্যত্র গমনের বারন ভিন্ন যে বর চাহিবা আমি তাহাই দিব। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে ভগবতি আমার গৃহে পরিজনেরদের কখনও অনৈক্য না হয় তুমি এই বর আমাকে দেও। লক্ষ্মী রাজার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে হে রাজন যদি তোমার গৃহে পরিজনেরদের অনৈক্য না হয় তবে কি প্রকারে আমার অন্য স্থানে গমন হইবে আমি নদীর ন্যায় নীচগা এবং বিদ্যুতের ন্যায় অস্থিরা কিন্তু আমি যেমত নারায়ণের প্রিয়তমা হইয়া তাঁহার নিকটে চির কাল আছি সেই মত নীতিশালি রাজার অতি প্রিয়তমা হইয়া তাহার নিকটে দীর্ঘ কাল থাকি এবং অনীতি কিম্বা কলহ এই দুই ব্যতিরেকে তাহার নিকটহইতে গমন করি না অতএব আমি অন্যত্র যাইতে পারিলাম না। ইহা কহিয়া লক্ষ্মী নরপতিকে ঐ বর দিয়া রাজার গৃহে চির কাল স্থিতরা হইয়া থাকিলেন। ইতি সারবীনকথা। যদবধি পুত্র সারবীন পর্য্যন্ত নীতিকথা সমাপ্তা।—

কৃপণ লোকেরা হীনবন্তু হইয়া পুরুষ লক্ষণাক্রান্ত নয় কিন্তু পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে তাহারদের লক্ষণ কহিয়াছি।—

অথ কামকথা।—

শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে পুরুষের প্রিয়ানুরাগ স্থায়ি ভাব হয় এবং যিনি কামিনীর আশ্রয় হন তাহার প্রিয়ানুরাগ ওত্তমরূপে খ্যাত হয় এবং তিনিই কামশাস্ত্র সম্মত ক্রীড়া জন্য সুখ ভোগ করেন। অপর ত্রিবর্গের মধ্যে কাম ওত্তম পুরুষার্থ এবং ধর্ম্ম ও অর্থের ফলরূপক যে কাম তাহাতে যে পুরুষ আসক্ত হন তাঁহার নাম কামী পুরুষ। সেই কামি নায়ক পাঁচ প্রকার তাহার বিস্তার এই। অনুকূল এবং দক্ষিণ ও বিদগ্ধ আর ধূর্ত্ত ও দাম্ভর এই পাঁচ প্রকার নায়কেরদের মধ্যে প্রথমত অনুকূল নায়কের কথা কহা যাইতেছে।—

অথ অনুকূল নায়ককথা।—

যে পুরুষ নিজ ভার্য্যাতেই অনুরক্ত এবং পরস্ত্রীতে পরাঙ্মুখ হন সেই পুরুষ অনুকূল নায়ক রূপে খ্যাত হন। তাঁহার ইতিহাস এই।—

শূদ্রক নামে এক রাজা এবং সুখালসা নামে তাঁহার এক রাণী ছিলেন এবং ঐ রাজা ও রাণী এই দুই জনের যৌবন কালে পরস্পর অতিশয় প্রেম বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা অন্য যুবতীকে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন না আর সেই পতিব্রতা রাণীও অন্য পুরুষকে দর্শন করিতে বাসনা করেন না এবং সীতা ও রামের ন্যায় বিহিত ক্রীড়া জন্য সুখা নুভব করিয়া কালক্ষেপণ করেন। ভরত নামা পণ্ডিত স্বীয়া ও পরকীয়া এবং সামান্যা এই তিন প্রকার নায়িকার দিগের লক্ষণ কহিয়াছেন তাহার মধ্যে স্বীয়ার লক্ষণ এই যে রমণী স্বামির সম্পদ্ সময়ে কিম্বা বিপদ্ সময়ে অথবা মরণেও স্বামিকে ত্যাগ না করেন এবং সেই স্ত্রীতে যদি স্বামির অনুরাগ থাকে তবে পণ্ডিতেরা সেই রমণীকে স্বীয়া কহেন এবং স্বামী পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক এমত স্ত্রীকে পান। অনন্তর সেই অনুকূল নায়ক শূদ্রক রাজা এবং স্বীয়া নায়িকা সুখালসা রাণী তাঁহারা দুই জন কামকলা কৌতুকযুক্ত হইয়া সরোবরের সমীপে লতানির্ম্মিত মন্দিরে থাকিয়া কাম শাস্ত্রাবিরোধি ক্রীড়া করত কিঞ্চিৎ কাল যাপন করিতেছেন। এক সময় রাত্রির প্রথম প্রহরাতীতে এক কালসর্পী উত্তম শয্যাতে

নিদ্রিত রাজমহিষীকে দংশন করিল। রাজা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন পরে অনেক যত্ন ও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এবং উত্তম২ বৈদ্য আনিয়া নানা ঔষধি প্রয়োগেতে রাজ্ঞীর প্রাণ রক্ষা করিলেন কিন্তু বিষের প্রাদু শক্তিতে রাণীর সৌন্দর্য্যের বিপরীত হইল তাহার বিবরণ এই উত্তম কেশযুক্ত মস্তক কেশরহিত হইল এবং চন্দ্রতুল্য মুখ কাকমুখের ন্যায় হইল ও প্রাতঃ সময়ে সলিলস্থ উৎপলের ন্যায় চক্ষু কোটরগত হইল আর কমলের ন্যায় সুগন্ধি শরীর অতি দুর্গন্ধি হইল। পরে রাজা অতিশয় অনুরাগ প্রযুক্ত রাণীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং পূর্ব্বকৃত ব্যাপার স্মরণ করিয়া তাঁহার রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ কুদৃশ মহিষীকে এক ক্ষণ মাত্র চক্ষুর অগোচর করেন না এবং ক্ষুধিত হইলে আহার করেন না ও নিদ্রার নিমিত্তে শয়ন করেন না আর তাম্বুল কর্পূরাদি ব্যবহার করেন না এবং মন্ত্রিগনের সহিত আলাপ করেন না ও সেনা নিরীক্ষন করেন না শোকেতে ব্যাকুল হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বদা রাণীর নিকটে থাকেন। মন্ত্রিরা রাজাকে ঐ প্রকার দেখিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহারাজ রাণী অদ্যাবধি এই প্রকার পীড়িতা হইয়াছেন ইহাতে মনুষ্য কি

করিতে পারিবে অতএব অসাধ্য বস্তুর ওপেক্ষা করাই ওত্ত- হয় আপনি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর স্বামী কেন রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করেন না এবং মৃতকল্পা এই স্ত্রীর নিমিত্তে ...ন এত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এ অনুচিত রাজা চির জীবী থাকিলে এই রাজ্ঞীহইতে অধিক রূপবতী কত স্ত্রী মিলিবে আর তোমার অনেক বিবাহ হইতে পারিবে অত এব আপনি বিষাদ করিবেন না আর রাজার পূর্ব্ব সঞ্চিত পুন্যদ্বারা ক্রীতের ন্যায় যে পরমায়ু তাহা সুখ ব্যাপার বিনা বৃথা যাপন করা ওপযুক্ত হয় না। রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া ওত্তর করিলেন হে মন্ত্রিগান আমার কথা শুন আমার এই যে ধর্ম্মপত্নী ইনি আমার পুন্য কার্য্যের সহায়া এবং পাপ পুন্যের ভাগিনী ও সংসারের সুখমূল আর প্রানসমানা। ইনি মৃততুল্যা হইয়াও যাবৎ জীবিতা থাকিবেন তাবৎ আমি নিরন্তর রানীর নিকটে থাকিব তাহা ত্যাগ করিয়া মরণেতেও আমার অধিকার নাই রাজ্য চিন্তাতে কি অধিকার অপর আমার প্রান বিয়োগ হইলে যদি রানী সহ মরন না করিয়া কেবল দুঃখিনী হন তবে রানীর কি প্রকার প্রেম এবং যে প্রীতির বিচ্ছেদ ও বিস্মরন হয় সে কি রূপ প্রীতি আর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে

একের বিচ্ছেদে অন্য যদি অনুমরণ না করে তবে সে কি দাম্পত্য যদি অনুমরণ করে তবে ওত্তম দাম্পত্য। যদি রাজ্ঞী মরেন তবে আমি কি রাজ্য চিন্তা অথবা অন্য স্ত্রী বাঞ্ছা করিব হে মন্ত্রিগণ শুন পুরুষের যে প্রথম বিবাহ সে ঈশ্বরনির্ব্বন্ধ এবং যে দ্বিতীয় স্ত্রী পরিগ্রহ সে লজ্জা পরিত্যাগরূপ কুকর্ম্ম তাহা আমি কখনও করিব না এবং এই মহিষী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিব না তাহা কহিতেছি আমি যে রাজ্ঞীকে এক ক্ষণ বিস্মরণ করিতে পারি না এবং যাহাকে দর্শন করিয়া ও আমার নেত্রদ্বয়ের তৃপ্তির শেষ হয় না অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না ও যাহার অধরামৃত পান করিয়া পবিত্র হইয়া জন্ম সার্থক করিতেছি সেই স্ত্রী আমার প্রাণরূপা আর যে এই জীবিত স্ত্রীর কারণ এত বিলাপ করিতেছি তাহার বিচ্ছেদে আমি যদি আপনার জীবনেচ্ছা করি তবে আমি চণ্ডালতুল্য হইব। মন্ত্রিগণ রাজার কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে নরপতি রাণীর মরণেতে আপনার মৃত্যু স্বীকার করিবেন ইহাতে ওদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে রাণীর প্রাণরক্ষাতেই রাজার রক্ষা হইবে এবং রাজা থাকিলেই আমরা সনাথ থাকিব অতএব যাহাতে রাণীর মঙ্গল হয়

সর্ব্বতোভাবে তাহাই কর্ত্তব্য এই অবধারিত করিয়া ওত্তম২ বিষবৈদ্যেরদিগকে ডাকিয়া রানীর পুনর্ব্বার চিকিৎসা রম্ভ করিলেন। তাহাতে এক নাগবধূ ঐ চিকিৎসিত রানীর শরীরে আবির্ভূতা হইল। সেই সময় রানী বিষজ্বালা পাইয়া ওন্মত্তার ন্যায় নৃত্য করিতে২ কহিতে লাগিলেন যে হে নরপতি তুমি পৃথিবী শাসন করিতেছ কিন্তু এক ব্যাধ আমার স্বামী নাগকে নষ্ট করিয়াছে তাহাতে আমি বিধবা হইয়া এবং শোকেতে অতিকাতরা হইয়া পরামর্শ করিলাম যে ব্যাধের প্রতীকার করিব কিন্তু ব্যাধ অতিক্ষুদ্র এবং আমার স্বামী যে নাগ তিনি রাজ সদৃশ ব্যাধ তাঁহার তুল্য শত্রু নহে এই কারন আমি স্বয়ং ব্যাধের প্রতীকার করিব না যে হেতুক অসদৃশ বৈরি বধেতে বৈরোদ্ধার হয় না অতএব রাজাকে শোকাকুল করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্যাধকে নষ্ট করিব এই বিবেচনা করিয়া রানীকে দংশন করিয়াছি। অনন্তর নরপতি ওত্তর করিলেন হে নাগপত্নি আমি এই সম্বাদ জানি না ইহাতে আমার কি অপরাধ যদি তুমি আমার অপরাধ স্থির করিয়া থাক তথাপি সেই অপরাধ ক্ষমা করা তোমার ওপযুক্ত হয় কেননা যমও অজ্ঞ লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করেন আর

তুমি পতিব্রতা এবং ধর্ম্মশীলা সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে ধর্ম্মার্থে ত্যাগ করহ। নাগবধূ রাজার বিনয়বাক্য শুনিয়া কহিল হে মহারাজ যদি তুমি রাণীর জীবনেচ্ছা কর তবে রাণীর প্রাণের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ দান কর তাহা দেখিয়া আমি রাণীকে ত্যাগ করিব। রাজা ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন হে নাগবধূ আমি রাণীর মঙ্গলার্থে অবশ্য প্রাণ দিব ইহা কহিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিতে খড়্গ গ্রহণ করিয়া ঐ খড়্গ কণ্ঠের নিকটে রাখিয়া কহিলেন যে সম্প্রতি প্রেয়সীর প্রেমেতে রহিত যে আমার প্রাণ সে প্রাণ ব্যয়রূপ যে মূল্য তদ্দ্বারা প্রেয়সীর প্রেম আমার ক্রীত হউক। নাগস্ত্রী এই কথা শুনিয়া কহিল হে মহারাজ তুমি প্রাণ ত্যাগ করিও না তোমার এই যে প্রিয়ানুরাগ তাহাতে আমি সন্তুষ্টা হইলাম আর রাণীকে ত্যাগ করিলাম তুমি এক যুবতীর নিমিত্তে সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজত্ব এবং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য ও পরমৈশ্বর্য্য ভোগ এই সমুদায় ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ অতএব তুমিই উত্তম নায়ক তোমারদিগের যে প্রকার প্রীতি জন্মান্তরে আমার ঐ প্রকার প্রীতিলাভ হউক এই কামনাতে আমি স্বামি প্রাপ্তি নিমিত্তে অনুমরণ করিব ইহা কহিয়া

স্বস্থানে গেল। অনন্তর নাগবধূর আবির্ভাবরহিতা রাজপত্নী মেঘাবরনহইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর শরীর পাইয়া পূর্ব্বহইতে অধিক রূপবতী হইলেন। রাজাও ঐ মহোদ্বেগরূপ বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দে রানীর সহিত রাজ্য সুখানুভব করিতে লাগিলেন। সাগরে মগ্না যে সম্পত্তি সে পুনরুত্থিতা হইলে যেমত ঐ বস্তু স্বামির সুখদায়িকা হয় সেই রূপ রানী বিপদ্সাগরোত্তীর্ণা হইয়া এবং পূর্ব্বহইতে অধিক রূপবতী হইয়া রাজার সুখদায়িনী হইলেন। ইতি অনুকূল নায়ককথা সমাপ্তা।

অথ দক্ষিণ নায়ককথা।—

যে পুরুষ প্রবীন স্ত্রীর প্রীতিতে মগ্ন হইয়া ও অন্য শতং স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করেন এবং তাহারদিগের সহিত ক্রীড়া করাতে অন্য চিত্ত না হইয়া সেই ধর্ম্মপত্নীর গৌরব করেন তিনি দক্ষিণ নায়করূপে খ্যাত হন। তাহার ইতিহাস এই।—

গৌড় দেশে লক্ষ্মণসেন নামা এক রাজা ছিলেন তাঁহার রত্নপ্রভা নামে এক পাটরানী এবং অন্য শত গুলি ভোগ্যা স্ত্রী ছিল। সেই পদ্মিনী ও চিত্রিণী প্রভৃতি ভোগ্যা